যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ২৩-০২-২০২৪ (পৃঃ ০৩,০৬)

কিশোরগঞ্জে ধানে আগাম শিষ ফলনে ক্ষতির শঙ্কা

এটিএম নিজাম, *কিশোরগঞ্জ*

এবার কিশোরগঞ্জে নতুন ধানে আগাম শিষ দেখা দিয়েছে। এমন ঘটনায় উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন কৃষকরা। কারণ নির্ণয় করতে গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি দল গত শুক্রবার ধানখেত পরিদর্শন করেছেন। কথা বলেছেন ভুক্তভোগী কৃষক এবং কিশোরগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে।

কারণ নির্ণয়ে মাঠে কৃষি বিজ্ঞানীরা

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামার বাড়ি) সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে কিশোরগঞ্জের ১৩ উপজেলায় এ বছর এক লাখ ৬৭ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হচ্ছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টন। কিন্তু এরমধ্যে বিভিন্ন উপজেলায় আবাদ করা 'বঙ্গবন্ধু-১০০' জাতের ধানে নির্ধারিত সময়ের তিন সপ্তাহ আগেই শিষ দেখা দিয়েছে। অথচ এখনো বেশিরভাগ চারায় বাড়তি কুশিই বের হয়নি। এ কারণে চলতি মৌসুমে এ জাতের ধানের ফলনে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন কৃষক। গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আসা কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছেন। বেশি বয়সি চারা রোপণ ও বৈরী প্রকৃতিতে তাপমাত্রা

■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ৩

কিশোরগঞ্জে ধানে আগাম শিষ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ওঠানামার কারণে এ অবস্থা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অভিমত দিয়েছেন তারা।

খামারবাড়ি সূত্র জানায়, চলতি মৌসুমে এ জেলায় অন্যান্য জাতের হাইব্রিড ধানের সঙ্গে প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ জাতের ধান আবাদ করা হয়েছে। এ ধানের গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৭ টন। সে হিসাবে তারা প্রায় ২১শ টন উৎপাদনের আশা করেছিলেন।

ইটনার বাদলা ইউনিয়নে পাঁচ একর জমিতে এ জাতের এক মাস বয়সি চারা রোপণ করেছিলেন ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান কৃষক আব্দুল গণি। তিনি জানান, সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে। স্বাভাবিক উৎপাদন হলে তিনি ৩৫০ মন ধান পেতেন। কিন্তু পুরো জমিতেই শিষ বেরিয়ে চারা নষ্ট হয়ে গেছে। সময় চলে যাওয়ায় নতুন করে চারা রোপণেরও আর সুযোগ নেই।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উজ্জ্বল সাহা বলেন, তারা অন্য কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন জমিতে ইউরিয়া, পটাশ ও দস্তা সার ছিটাতে। যারা পরামর্শ মানছেন, তাদের জমিতে পার্শ্বকুশি বের হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত অনেক কৃষক নতুন করে চারাও রোপণ করছেন। করিমগঞ্জ উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মুকসেদুল হক বলেন, গাজীপুর থেকে আসা কৃষি বিজ্ঞানীদের সফর সঙ্গী হয়েছিলেন জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বাচ্চু। তিনি ক্ষতির সঠিক কারণ উদ্ঘাটনের পাশাপাশি কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার বলেন, সমস্যার কথা শুনে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে ফলও মিলছে। তার দাবি, আগের মৌসুমে যারা বঙ্গবন্ধু-১০০ আবাদ করেছিলেন তারা আশানুরূপ ফলনও পেয়েছিলেন।

গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিআরআরআই) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সাজ্জাদুর রহমান বলেন, কিছু কৃষক এক মাসের চারার পরিবর্তে ৪৫-৬০ দিন বয়সি চারাও রোপণ করেছেন। এই ধানটি ব্রি ধান-২৮-এর সমতুল্য। কিন্তু অনেক কৃষক এটাকে ব্রি ধান-২৯-এর সমতুল্য ভেবে চারা ফেলে রেখেছেন। এসব কারণে হয়তো বেশি বয়সি চারা রোপণ করেন। এছাড়া এবার তাপমাত্রার ওঠানামা ছিল। হবিগঞ্জেও এ ধরনের সমস্যা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, আরও সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে গবেষণার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছেন তারা।